অধ্যায়-২: কেন্দ্রীয় ব্যাংক

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় একটি বড় ব্যাংক আছে যাকে অন্য ব্যাংকসমূহের মুরব্বি বলা হয়। ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয় আছে যা তার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে। সব কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ থাকে যেখানে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিন সকল ব্যাংকের চেক, ড্রাফট ইত্যাদি এসে জমা হয়। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত যে কার্যাবলির কথা উলে-খ করা হয়েছে তা কি অন্যান্য ব্যাংক করতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে সুদের হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে বা প্রথম শ্রেণির সিকিউরিটিজ (শেয়ার, বন্ড) বাট্টা করে নেয় সেই হারকে ব্যাংক হার বলে।

খ ঋণের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় বজায় রাখার জন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে থাকে। ব্যাংক ঋণ বাজারে অর্থ যোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাই এই ঋণকে কাম্য মাত্রায় বজায় রাখতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে আলোচিত ব্যাংকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এই ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে।
উদ্দীপকে উলে-খ্য ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় একটি বড় ব্যাংক অবস্থিত, যাকে অন্য ব্যাংকসমূহের মুরব্বি বলা হয়। ব্যাংকটি ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও ব্যাংকটির প্রতিটি কার্যালয়ে অন্য ব্যাংকসমূহের মধ্যকার আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির জন্য প্রতিদিন চেক, ড্রাফট ইত্যাদি জমা হয়। অর্থাৎ ব্যাংকটি আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে থাকে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটির নিকাশঘর কার্যক্রম কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হয় বিধায় তা অন্যান্য ব্যাংক পরিচালনা করতে পারে না।
নিকাশঘর হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থান। নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যকার চেক, ড্রাফট, বিল প্রভৃতি লেনদেন থেকে সৃষ্ট দায়-দেনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত নিকাশঘর নিষ্পত্তি করে থাকে।
উদ্দীপকে উলে-খ্য ঢাকার ব্যাংকপাড়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মধ্যকার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির কাজটিও মূলত এ ব্যাংকই করে থাকে।
অন্য ব্যাংকসমূহের মুরুব্বি নামে পরিচিত উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি নিকাশঘরের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই কাজটি সম্পাদনে একক অধিকারী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং, উপরে উলি-খিত নিকাশঘরের কাজটি অন্য ব্যাংকসমূহ করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶২ ঢাকার মতিঝিলে একটি ব্যাংক আছে যাকে অন্য ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়। ব্যাংকটি তার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রতিটি কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ আছে, যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যাংকের চেক, ড্রাফট এসে জমা হয় আন্তঃব্যাংকিং নিষ্পত্তির জন্য। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? ১

খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকের যে কার্যাবলির কথা উলে-খ করা হয়েছে তা কি অন্যান্য ব্যাংক পালন করতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কাম্য মাত্রায় বজায় রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে ঋণ নিতে ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ভোগ করতে পারে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।
সাধারণ জনগণ যেভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন, তেমনি তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলে লেনদেন করে। বাংলাদেশের প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাংককে তাদের আমানতের ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বিনিময়ে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকিং সুবিধা পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
একটি দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি মুদ্রা প্রচলন; ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ; বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ; আর্থিক নীতির প্রণয়ন এবং সরকারের আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করে।
উদ্দীপকে ঢাকার মতিঝিলের একটি ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে। ব্যাংকটি তার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও অন্যান্য আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্য ব্যাংকগুলো এই ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের দেনাপাওনা নিষ্পত্তি করে। তাই ব্যাংকটিকে অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়। অর্থাৎ উলি-খিত ব্যাংকটি অভিভাবকরূপে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এরূপ অভিভাবকের দায়িত্ব শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকই পালন করতে পারে। সুতরাং উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি হলো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকের নিকাশঘরের কার্যাবলি অন্যান্য ব্যাংক পালন করতে পারে না।
নিকাশঘর বলতে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থলকেই বোঝায়। এ নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করতে পারে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
উদ্দীপকে ঢাকার মতিঝিলে একটি ব্যাংকের কথা উলে-খ করা হয়েছে। এই ব্যাংকটি অন্যান্য ব্যংকের অভিভাবক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটির প্রতিটি কার্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে অন্যান্য ব্যাংকের চেক, ড্রাফট এসে জমা হয়।
নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা হয়। এ ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক

ব্যাংকগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পারে। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে এ কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাংকের এ দায়িত্ব পালন করার অধিকার নেই। সুতরাং, উদ্দীপকে উলি-খিত কার্যাবলিসমূহ অন্যান্য ব্যাংক পালন করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের মুদ্রার প্রচলন ও মান নিয়ন্ত্রণ করে। এই ব্যাংক দেশের অনেক ব্যাংকের অভিভাবক হিসাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। *[কু. বো. ১৭]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১

খ. ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল কোন ব্যাংককে বলা হয় এবং কেন?২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি মুদ্রা প্রচলনসহ কী ধরনের সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি দেশের অন্য ব্যাংকের জন্য কী ধরনের কার্যাবলি সম্পাদন করে বলে তুমি মনে করো? ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

খ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ ধরনের ভূমিকা রাখে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি মুদ্রা প্রচলনের পাশাপাশি, মুদ্রামান, সংরক্ষণ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের প্রধান ব্যাংক এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক। দেশের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাংক গঠন করা হয়।

উদ্দীপকে একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যাংকটি ঐ দেশের মুদ্রার প্রচলন ও মান নিয়ন্ত্রণ করে। আবার, ব্যাংকটি অনেক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে। দেশে ঋণের পরিমাণ কাম্য স্তরে রাখার জন্যও ব্যাংকটি কাজ করে থাকে। ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগ করে ব্যাংকটি বাজারে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া মুদ্রার বিনিময় হার দেশের অনুকূলে রাখার জন্য ব্যাংকটি বৈদেশিক মুদ্রার আগমন-নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পাদিত অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলির মধ্যে উপরোক্ত কাজগুলো প্রধান।

ঘ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি অন্য ব্যাংকের জন্য ঋণ প্রদানকারী, ঋণের তদারককারী, নিকাশঘর এবং উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম একটি দায়িত্ব হলো অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করা।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটির দায়িত্ব হলো দেশের মুদ্রার প্রচলন ও মান নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়াও ব্যাংকটি দেশের অনেক ব্যাংকের অভিভাবক হিসেবে কাজ করছে।

অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে। নিকাশঘরে অন্য ব্যাংকসমূহ পারস্পরিক আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পারে। আবার অন্যান্য ব্যাংকের আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবেও কাজ করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণতদারকী, ঋণ আদায়ে সহযোগিতা, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সহায়ক তথ্য

নিকাশঘর : নিকাশঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া। যেমন: প্রাইম ব্যাংকের একটি চেক যদি এবি ব্যাংক থেকে কোনো গ্রাহক সংগ্রহ করে তাহলে এই লেনদেনটি ব্যাংক দুইটি নিকাশ ঘরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করবে।

প্রশ্ন ▶৪ বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে দেশের জনগণ লাভজনক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে অলস অর্থের পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল ইত্যাদি বিক্রয় করে। এতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকার সকল ব্যাংকের শাখাকে ৪০% কৃষি খাতে ঋণ দেয়ার জন্য নির্দেশনা জারি করে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কেন অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়?২

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১ম গৃহীত পদক্ষেপ ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন সংখ্যাত্মক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে নীতি ব্যবহার করছে তার যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে ঋণ নিতে ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা ভোগ করতে পারে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।

সাধারণ জনগণ যেভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করেন, তেমনি তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহও কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হিসাব খুলে লেনদেন করে। বাংলাদেশের প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাংককে তাদের আমানতের ৫ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। বিনিময়ে তারা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ব্যাংকিং সুবিধা পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত প্রথম পদক্ষেপটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতির খোলাবাজার নীতির সাথে সম্পর্কিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাত্মক কৌশল হলো খোলাবাজার নীতি। এ কৌশল অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্ড, বিল, নোট সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দেশের জনগণ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে অলস অর্থের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল ইত্যাদি বিক্রয় করে। এতে অধিক আয়ের প্রত্যাশায় জনগণ ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে সরকারি সিকিউরিটিজ ক্রয় করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায়। সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সকল সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছে, যা খোলাবাজার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের বরাদ্দকরণ নীতিটি ব্যবহার করেছে।

ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতিগুলোর একটি। এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সকল এলাকার সকল

ব্যাংকের শাখাকে ৪০% কৃষিখাতে ঋণ দেয়ার জন্য নির্দেশনা জারি করে।

এখানে বিশেষ খাত হিসেবে কৃষিখাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাংকের মোট ঋণের ৪০% কৃষিখাতের জন্য বরাদ্দ রাখায় এ কৌশলটিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলা যায়। এ নীতি প্রয়োগের ফলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা হবে। এখানেও কৃষিখাতকে গুরুত্ব দেয়ায় ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকার জনগণ সহজেই মন্দাবস্থা কাটিয়ে ওঠতে পারবে। সুতরাং, কৃষকদের এবং কৃষিখাতের উন্নয়নে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির ব্যবহার সম্পূর্ণ যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৫ বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে ব্যাংকটি তার সুদের হার ৫% থেকে বাড়িয়ে ৬% এ উন্নীত করে। তবুও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় ব্যাংকটি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কতকগুলো খাত সুনির্দিষ্ট করে দেন। এতে ঋণ সরবরাহ স্থিতিশীল হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম অবস্থায় ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দ্বিতীয় পর্যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ কতটুকু যৌক্তিক? উদ্দীপকের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস হতে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ ধরনের ভূমিকা রাখে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ব্যাংক হার নীতি ব্যবহার করেছে।

যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, সিকিউরিটি, ঋণপত্র প্রভৃতি বাট্টা করে তাকেই ব্যাংক হার বলে। উক্ত হারকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী। ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রয়োগ করে। সম্প্রতি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে ব্যাংকটি তার প্রচলিত সুদের হার ৫% থেকে ৬% এ উন্নীত করে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে গৃহীত ঋণের সুদের হার বাড়িয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ব্যাংক হারকে বাড়িয়েছে। যা ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতির ব্যাংক হার নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক হার পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যে ঋণ প্রদান করে তার সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। সুদের হার বেশি হওয়ার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অতিরিক্ত ঋণ নিতে পারে না। ফলে তারাও বাজারে অতিরিক্ত ঋণ দিতে পারে না। এভাবে পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ উদ্দীপকে দ্বিতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি প্রয়োগ করেছে, যা ঋণের খাতকে নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ দানকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কিছু খাতে ঋণদানে বিধি-নিষেধ আরোপ করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমাসহ ঋণদানে উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক হার নীতি প্রয়োগ করেও কাম্য সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে ব্যাংকটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদানের ক্ষেত্রকে সুনির্দিষ্ট করে দেয়।

এখানে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাগামহীন ঋণ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতে ঋণের খাতকে বরাদ্দ করে দিয়েছে। যার ফলে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাংক কেবল নির্দিষ্ট খাতেই ঋণদানে বাধ্য, যা উদ্দীপকে উলি-খিত পরিস্থিতিতে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করেছে।

সহায়ক তথ্য

ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি: ধরা যাক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দেশনা জারি করল যে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ শিল্প খাতে যে ঋণ দেবে তার ৪০% দিতে হবে কৃষি খাতে। এখানে মূলত খাত অনুযায়ী এভাবে ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶৬ 'C' ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে এবং ঐ ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ করে 'D' ব্যাংক আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমত নগদ অর্থ সরবরাহ করতে 'D' ব্যাংক ব্যর্থ হচ্ছে। *[য. বো. ১৭]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ঋণের মাধ্যমে আমানত সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'C' ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কোন ব্যাংকের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'D' ব্যাংকের সমস্যা সমাধানে তোমার পরামর্শ কী? উদ্দীপকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে সরাসরি নগদে ঋণের অর্থ প্রদান না করে তা ঋণগ্রহীতার আমানত হিসাবে স্থানান্তর করে এবং উক্ত আমানত থেকে নতুন ঋণের সৃষ্টি করে তাকে ঋণ আমানত সৃষ্টি বলে।

ব্যাংক যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তখন সরাসরি নগদ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদান না করে ঋণগ্রহীতাকে তার নামে একটি আমানত হিসাব খোলার জন্য বলে এবং তাতে ঋণের অর্থ প্রদান করে। চেকের মাধ্যমে এই হিসাব থেকে ঋণগ্রহীতা অর্থ উত্তোলন করে। এভাবে প্রদত্ত ঋণ থেকে আমানতের সৃষ্টি হয়।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, ব্যাংকের তহবিল থেকে রহিমকে ১০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হলো। এ টাকা ব্যাংক নগদে প্রদান না করে রহিমের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করে। এখন উক্ত আমানত থেকে বিধিবদ্ধ তারল্য অর্থাৎ পর্যাপ্ত নগদ জমা রেখে, মনে করি উক্ত অর্থের ২০% নগদ হিসেবে ব্যাংক তহবিলে জমা রেখে বাকি $\{১০,০০০ - (১০,০০০ \times ২০\%)\} = ৮,০০০$ টাকা অন্য কোনো গ্রাহককে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। এভাবেই ব্যাংক মঞ্জুরকৃত ঋণ থেকে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে C ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম সাদৃশ্যপূর্ণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো একটি দেশের প্রধান ব্যাংক। মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রণ ও এর পরিচালনার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপরই থাকে। দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবকের দায়িত্বও এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকই পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে C ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত হয়ে এবং ঐ ব্যাংকের অনুমতি নিয়ে D ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। অর্থাৎ C ব্যাংক এখানে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে D ব্যাংক হলো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশে এরূপ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অভিভাবকত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, C ব্যাংকের কার্যক্রম এর সাথে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

সহায়ক তথ্য

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক : বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ঋণ দিয়ে এ সংকট দূর করতে সাহায্য করে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ আদায়ে সাহায্য, ঋণ তদারকি ও উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করায় একে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অভিভাবক বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে D ব্যাংকের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাংকটিকে অবশ্যই কাম্য পরিমাণ তারল্য সংরক্ষণ করতে হবে।

তারল্য বলতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত প্রদানের সামর্থ্য ধরে রাখাকে বোঝায়। পর্যাপ্ত তারল্যের অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

উদ্দীপকে D ব্যাংকটি C ব্যাংকের একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। D ব্যাংকটি C ব্যাংকের অনুমতি নিয়েই আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সম্প্রতি গ্রাহকদের প্রয়োজনমতো নগদ অর্থ সরবরাহ করতে D ব্যাংকটি ব্যর্থ হচ্ছে।

অর্থাৎ তারল্যের নীতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করায় D ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়েছে। সাময়িকভাবে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ C ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে তারল্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। তবে ব্যাংকটিকে ভবিষ্যতে তার কার্যক্রম চালু রাখতে হলে অবশ্যই বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম মূলনীতি 'তারল্য নীতি' মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ ব্যাংকটিকে সবসময় কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য নীতি : জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংক নিজের কাছে জমা রাখে। যাতে আমানতকারী চাহিবামাত্র তার অর্থ পরিশোধ করা যায়, যা তারল্য নীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ৭ তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সীমাহীন ঋণ দেয়ার কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে এখন ১% বেশি আমানতি টাকা জমা দিতে হচ্ছে। আর্থিক সচ্ছল বড় ব্যাংকগুলোর অনেকেই ইহা মানতে নারাজ। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশঘর সুবিধা বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংকই ইহা মানতে বাধ্য হচ্ছে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর নিকাশঘর সুবিধা না পাওয়ার এত ভয় কেন? উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

খ ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো কারণেই তারল্য সংকটে বা আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য কোনো উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। এ কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত জমার হার পরিবর্তন নীতিটির কথা বলা হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের একটি অংশ অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এ জমার হার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সীমাহীন ঋণ দেয়ার কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগের চেয়ে ১% বেশি আমানত জমা রাখছে। অর্থাৎ আগের তুলনায় ১% বেশি আমানতের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংককে তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমবে। ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এভাবে জমার হার পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণের এ পদ্ধতিকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলা হয়।

সহায়ক তথ্য

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যাংককে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

ঘ উদ্দীপকে নিকাশঘর সুবিধা ব্যতীত গ্রাহক ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে ভয়ে রয়েছে।

নিকাশঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থল। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এ পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।

উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর জমার হার ১% বাড়ায়। মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকাশঘর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে এই ভয়ে সকল তালিকাভুক্ত ব্যাংকই এ সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হচ্ছে।

নিকাশঘর সুবিধা বঞ্চিত হলে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো গ্রাহকের চেক, বিনিময় বিল ইত্যাদির মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। এতে ব্যাংকের ওপর গ্রাহক সন্তুষ্টি কমবে। ফলে ব্যাংকগুলোর গ্রাহকের সংখ্যাও কমতে পারে। আর এভাবে গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং গ্রাহকের সংখ্যা কমলে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণও কমতে থাকবে। যার ফলে ব্যাংকের মুনাফা কমবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এজন্যই নিকাশঘর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না।

সহায়ক তথ্য

জমার হার : বাণিজ্যিক ব্যাংককে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট হারে সম্পূর্ণ আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এটিকেই জমার হার বলে।

প্রশ্ন ▶ ৮ দেশে হঠাৎ করে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক খুবই উদ্বিগ্ন। ব্যাংকটি পরিপত্র জারি করেছে এখন থেকে তাদের থেকে ঋণ নিতে ব্যাংকগুলোকে ১% অধিক হারে অর্থাৎ ৬% হারে সুদ দিতে হবে। কিছু ব্যাংক এটা না মানায় দ্বিতীয় পরিপত্রে জমা সঞ্চিতি ১% বাড়িয়েছে। এতেও দু-একটা ব্যাংক কার্যকর সাড়া না দেয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করেছে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. খোলাবাজার নীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ১ম জারিকৃত পরিপত্র ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির মধ্যে পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ সুবিধা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়ার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

সহায়ক তথ্য

পরিপত্র হলো সরকারি ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি বা ইশতিহার।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলাবাজারে যে বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

বাজারে অর্থের সরবরাহ বেশি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে জনগণকে শেয়ার, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের আহ্বান জানায়। আবার অর্থ সরবরাহ কম হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে শেয়ার, বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয় করে। এতে ঋণের প্রবাহ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ১ম জারিকৃত পরিপত্র ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার পদ্ধতির মধ্যে পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বিদ্যমান ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক হার ৫%।

দেশে হঠাৎ করে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিপত্রে জারি করে যে, এখন থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ১% বর্ধিত হারে সুদ প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে ব্যাংক হার ৫% থাকলেও এখন তা ৬% হারে

কার্যকর হবে। এখানে ব্যাংক হার পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং, ১ম জারিকৃত পরিপত্রটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

সহায়ক তথ্য

মুদ্রা সংকোচন : মুদ্রাবাজারে অর্থের অভাব দেখা দিলে মুদ্রা সংকোচনের সৃষ্টি হয়।
মুদ্রাস্ফীতি : মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ নীতির আলোকে ঋণ সুবিধা স্থগিত করেছে, যা যথার্থ হয়েছে।

কোনো তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ বলে। এক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সুবিধা স্থগিত করে থাকে।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদানে ব্যাংক হার ১% বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে। তবে কিছু ব্যাংক এ নির্দেশনা অমান্য করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বিতীয় দফায় জমার হার ১% বাড়ায়। এতেও দু-একটা ব্যাংক সাড়া না দেয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হিসেবে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কাম্যস্তরে বা স্বাভাবিক রাখতে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে আদেশ অমান্যকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না, যা ঋণের কাম্যস্তর রক্ষা করবে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ সুবিধা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দরকার কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতকে শক্তিশালীকরণ। বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকি ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ব্যাংকসমূহ গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজশর্তে ঋণ দিচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিখাত সবসময় অবহেলিত। প্রয়োজনীয় কৃষিঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে দিন দিন কৃষিকাজ পেশা হিসেবে আকর্ষণ হারাচ্ছে, যা কাম্য কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করছে। এ বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের মোট প্রদত্ত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃষকদের প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে আদেশ জারি করেছে। *[কু. বো. ১৬]*

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় এবং কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন ধরনের গুণগত পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষকদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ জারির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি স্থলই হলো নিকাশঘর।

খ দেশের মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রামান সংরক্ষণ করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও মালিকানায় যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংক দেশের স্বার্থে মুদ্রাবাজারের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রামান সংরক্ষণ করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত পদ্ধতি বলতে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এ নীতির ক্ষেত্রে যে সকল খাতে ঋণ দেয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়। আর যে সকল খাতে ঋণ কমানো উচিত সেক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করে।

উদ্দীপকে উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা শক্তিশালী। ব্যাংকগুলো গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে ঋণ দিলেও কৃষি খাত সবসময় অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের প্রদত্ত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের প্রদান করা বাধ্যতামূলক করে দেয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট খাতে ঋণ বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাই এখানে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে কৃষকদের জন্য ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ জারির যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি। এর মাধ্যমে জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা হয়। ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ খাত চিহ্নিত করে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করা হয়।

বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো গার্মেন্টস ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে। কিন্তু কৃষি খাতে ঋণ সুবিধার অভাবে পেশা হিসেবে এটি আকর্ষণ হারাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ওপর একটি আদেশ জারি করেছে। এ আদেশে ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট প্রদত্ত ঋণের একটি নির্দিষ্ট অংশ কৃষকদের প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি প্রয়োগের ফলে কোন কোন খাতে ঋণ প্রদান করতে হবে, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো স্বাধীনভাবে ঋণদান করতে পারে না। শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত খাতে ঋণদান করতে হয়। এতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি বিশেষ আদেশের ফলে এখন থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের মোট বরাদ্দকৃত ঋণের একটি অংশ কৃষকদের প্রদান করতে হবে। ফলে কৃষকরা ঋণ পেয়ে উপকৃত হবেন। এতে কৃষি খাত শক্তিশালী এবং বাংলাদেশ সরকারের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ বাংলাদেশ সরকার পাতাল রেল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংককে দায়িত্ব দেয়। ব্যাংকটি বাজারে ১২% হারে বন্ড ইস্যু করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে *[চ. বো. ১৬]*

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ? ২
গ. উদ্দীপকে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকটির নাম কী? এ ব্যাংকের অন্য কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বন্ড ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ যুক্তিযুক্ত কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণ কাম্যমাত্রায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

ঋণের অর্থ জোগানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ব্যাংক। এটির জোগান কম হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এই উভয় অবস্থা এড়িয়ে বাজারে ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংকটির নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দেশের এক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সর্বত্রই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক, প্রতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার পাতাল রেল প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংককে মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেছে। প্রতিটি দেশেই সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হিসেবে ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্য পরিচালনা করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ঋণের উৎস হিসেবে কাজ করে। সরকারের আর্থিক সংকটের সময় এ ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধু সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি সম্পাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্যান্য কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মুদ্রাবাজার কার্যকরভাবে পরিচালনার দায়িত্বও পালন করে। এ ব্যাংকটি অর্থনৈতিক গবেষণার স্বার্থে তথ্য সংগ্রহ ও বিশে-ষণের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। বিশে-ষণকৃত তথ্যকে রিপোর্ট আকারে তৈরি ও প্রকাশনার ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে বাজারে বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ড় নেয়, যা যৌক্তিক হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ঋণের উৎস হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ স্থানান্ড়র এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংগ্রহ ও জমা করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকার পাতাল রেল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে তার প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দায়িত্ব প্রদান করে। ব্যাংকটি বাজারে ১২% হারে বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের সিদ্ধান্ড় নেয়।

সরকারের আর্থিক সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন খাত থেকে ঋণ সংগ্রহেও এ ব্যাংক সরকারকে সহযোগিতা করে। প্রয়োজনে বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি বিক্রির ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূলধনের জোগান দেয়। উদ্দীপকেও সরকারের বিশেষ প্রকল্পের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১২% হারে বন্ড ইস্যুর ব্যবস্থা করে মূলধন গঠনের চেষ্টা করেছে। তাই সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার কর্তব্য পালন করেছে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য বন্ড ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১১ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারের ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তাই ব্যাংকটি আর্থিক বাজার থেকে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ এবং বিভিন্ন দলিলপত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ড় নেয়। এতে ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সফলতা লাভ করে।

[সি. বো.; রা. বো. ১৬]

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন সংখ্যাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ড়ের যৌক্তিকতা উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকিং লেনদেন থেকে উদ্ভূত আন্ড়ঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা ও বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রার মান বজায় রাখে বলে একে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়। দেশের প্রয়োজনীয় মুদ্রার প্রচলন, নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাবাজার গঠন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ড়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রার পরিমাণ ও ঋণের যথার্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে মুদ্রার ও ঋণের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মুদ্রাবাজার ও মূল্যস্ড়র স্থিতিশীল রাখে।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে সংখ্যাত্মক পদ্ধতি হিসেবে খোলাবাজার নীতি গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন খোলাবাজারে বিভিন্ন সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে তখন তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারের ঋণ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংকটি বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। খোলাবাজার নীতিতেও একইভাবে বাজার থেকে বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সুতরাং, উদ্দীপকের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে সংখ্যাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা খোলাবাজার নীতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সহায়ক তথ্য

সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি : ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আরোপ না করে সাধারণভাবে বাজারের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকেই সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বলে।

ঘ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত সিদ্ধান্ড়টি যৌক্তিক হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির প্রয়োজনে অর্থের পরিমাণ সংকোচন ও সম্প্রসারণ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজারে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাত্মক পদ্ধতি খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সফল হয়।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আর্থিক বাজার থেকে বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ এবং বিভিন্ন দলিলপত্র ক্রয় করার সিদ্ধান্ড় নেয়। এখানে খোলাবাজার নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যা ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অন্ড়র্ভুক্ত। সাধারণত অর্থবাজারে ঋণ সরবরাহ অপর্যাপ্ত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেসরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়। আবার, বাজারে ঋণের আধিক্য দেখা দিলে ব্যাংকটি বেসরকারি বন্ড বা সিকিউরিটিজ বিক্রি করে। এতে বাজারে অর্থ তথা ঋণের সরবরাহ হ্রাস পায়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি বাজারে ঋণ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা বা স্বল্পতা দূরীকরণে উলি-খিত সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে, যা যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১২ অশান্ড় মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে তেলের মূল্য অস্বাভাবিক বাড়ে। তেলের বাড়তি মূল্য মেটাতে সরকারের হিমশিম অবস্থা। দেশের অভ্যন্ড়রেও অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়। অর্থ সংকট মোকাবিলায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে কাগজি মুদ্রা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে। দেশের অভ্যন্ড়রীণ অর্থ সংকটের সমাধান হলেও দ্রব্যমূল্য একলাফে কয়েকগুণ বেড়ে যায়। *[য. বো. ১৬]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দেশের অর্থবাজার সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে অবদান রেখেছে উদ্দীপকের আলোকে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাবলির আলোকে, দেশের অভ্যন্ড়রে দ্রব্যমূল্য বাড়ার কারণ কী? কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখতে পারে? বিশে-ষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস বা কমে যাওয়ার কারণে দৈনন্দিন ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে প্রয়োজনে ঋণদান, সরকারের পক্ষে লেনদেন ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক।

এ ব্যাংকের মালিক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হলো সরকার। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করে। এছাড়া সরকারের আর্থিক নীতি বাস্ড়বায়নেও এ ব্যাংক ভূমিকা পালন করে। এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।

গ দেশের অর্থবাজার সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের জোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক অবদান রেখেছে।

দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় নোট ও মুদ্রা সরবরাহ করে। অতিরিক্ত নোট ও মুদ্রার প্রচলনে যেমন দেশে মুদ্রাস্ফীতি হয়, আবার চাহিদার চেয়ে কম মুদ্রার প্রচলনের ফলে বাজারে মুদ্রা সংকোচন দেখা দেয়।

উদ্দীপকে তেলের মূল্য বাড়ায় তেল আমদানি করতে গিয়ে দেশে অর্থসংকট দেখা দেয়। ফলে দেশের অর্থ ব্যবস্থা কিছুটা অচল হয়ে পড়ে। এ সংকট নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচুর পরিমাণে কাগজি মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। এর ফলে বাজারে যে মুদ্রা সংকট দেখা দিয়েছে তা নিরসন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাজারে তখন নোট না ছাড়তো তাহলে যে সংকট অবস্থার তৈরি হয়েছিল সেটি আরও ব্যাপক হতো। এছাড়া বাজারে নতুন নোট ছাড়ার ফলে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। তাই বলা যায়, দেশের অর্থবাজার সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

ঘ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নতুন কাগজি মুদ্রা ছাড়ায় দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে। এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই কেবল অবদান রাখতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের হয়ে দেশের অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বাজারে নগদ অর্থের পরিমাণ বেড়ে গেলে দ্রব্যমূল্য বাড়ে। আবার, অর্থের সরবরাহ কমে গেলে দ্রব্যমূল্য কমে। তাই দ্রব্যমূল্য কাম্যস্তরে রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বাড়ে। ফলে তেলের বাড়তি মূল্য পরিশোধ করতে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এতে দেশের অভ্যন্তরে অর্থ সংকট সৃষ্টি হয়। এ সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে প্রচুর পরিমাণে কাগজি মুদ্রা ছাড়ে। এতে অর্থ সংকটের সমাধান হলেও দ্রব্যমূল্য কয়েক গুণ বাড়ে।

মধ্যপ্রাচ্য সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি ও ব্যাংক জমার হার নীতি অনুসরণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে। যখন বাজারে নগদ টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র, শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি বিক্রি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে আসে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের নগদ অবস্থা সংকুচিত হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য ব্যাংক হার বাড়ে। এ কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে নগদ জমার পরিমাণ কমে এবং মক্কেলদের প্রদত্ত আয়ের ওপর সুদের হার বাড়ে। এতে মক্কেলদের আয়ের পরিমাণ কমে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেয়া উলি-খিত পদক্ষেপগুলোর ফলে বাজারে অর্থের প্রবাহ কমে আসবে এবং দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

প্রশ্ন ▶১৩ মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেই ব্যাংকটি একটি বড় ব্যাংকের সাথে তালিকাভুক্ত। ব্যাংকটি ঐ ব্যাংকের নানান নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলে। ব্যাংকটি তার সংগৃহীত আমানতের ৫% নগদে ও ১৫% ট্রেজারি বিল কিনে বড় ব্যাংকটিতে জমা রাখে এবং প্রয়োজনে ঋণ নেয়। বিপদের মুহূর্তে বড় ব্যাংকটি মি. মজুমদারের ব্যাংকের পাশে এসে দাঁড়ায়। *[ব. বো. ১৬]*

ক. কোন ব্যাংককে Mother of Central Bank বলে? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বড় ব্যাংক বলতে কোন ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. মজুমদারের ব্যাংকটি তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের কারণেই বড় ব্যাংকের নিয়ম ও খরবদারি মেনে চলে- এ বক্তব্যের সাথে কি তুমি একমত? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড'-কে Mother of Central Bank বলে।

সহায়ক তথ্য

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড : এটি ১৬৯৪ সালে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৪৬ সালে জাতীয়করণ করা হয়। এ ব্যাংকটি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যকার আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থানই হলো নিকাশঘর।

প্রতি কার্যদিবসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিকাশঘরের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধি এতে সভাপতিত্ব করেন। সদস্য ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত চেক, বিল, ড্রাফট প্রভৃতির সমন্বয়ে মোট দেনা-পাওনার বিবরণী তৈরি করে। যে যে ব্যাংকের কাছে টাকা পাওনা আছে সে সে ব্যাংকের কাছে দাবি সংবলিত রিপোর্টটি উপস্থাপন করা হয়। ফলে খুব সহজেই একটি ব্যাংক তার দেনা-পাওনার হিসাব তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের নিকাশঘর দু'ধরনের পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। একটি হলো আন্তঃশাখা নিকাশঘর পদ্ধতি, অপরটি আন্তঃব্যাংক নিকাশঘর পদ্ধতি।

সহায়ক তথ্য

আন্তঃশাখা নিকাশ : এটি হলো দেনা-পাওনার উদ্বৃত্ত, যা একই ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

আন্তঃব্যাংক নিকাশ : এটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে পরিচালিত নিকাশঘর। এটি একটি এলাকায় অবস্থিত তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যকার চেক, ড্রাফট, বিল প্রভৃতি লেনদেন থেকে সৃষ্ট দায়-দেনার নিষ্পত্তি করে।

গ উদ্দীপকে বড় ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

দেশের অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজারের গতি নির্ধারক, নিয়ন্ত্রক ও অভিভাবক।

উদ্দীপকে মি. মজুমদার একটি ব্যাংকে লেনদেন করেন যেটি একটি বড় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। তার ব্যাংকটি বড় ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়। এছাড়াও ব্যাংকটি আমানতের ৫% নগদে ও ১৫% ট্রেজারি বিল কিনে বড় ব্যাংকটিতে জমা রাখে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে ব্যাংকটি ঋণ নিতে পারে। তালিকাভুক্ত বড় ব্যাংকটি নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং এর অধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখতে বাধ্য করে। এছাড়াও বড় ব্যাংকটি বিপদের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে। উদ্দীপকে উলি-খিত বড় ব্যাংকটির কার্যাবলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, উদ্দীপকে বড় ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সহায়ক তথ্য

ট্রেজারি বিল : সাধারণত স্বল্পমেয়াদের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা ঋণপত্রকে ট্রেজারি বিল বলে।

ঘ উদ্দীপকে মি. মজুমদারের ব্যাংকটি তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের কারণেই বড় ব্যাংকের নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলে- এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার শর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যপদ অর্জন করে।

উদ্দীপকে মি. মজুমদার যে ব্যাংকে লেনদেন করেন সেটি একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। ব্যাংকটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানান নিয়ম ও খবরদারি মেনে চলতে হয়। ব্যাংকটি তার সংগৃহীত আমানতের ৫% নগদে ও ১৫% ট্রেজারি বিল কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য, তাই একে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্ত মেনে চলতে হয়। যদি তা না করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকটিকে তালিকা থেকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা রাখে। যেহেতু মি. মজুমদারের ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তাই বলা যায়, তার ব্যাংকের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার কারণে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলবে।

প্রশ্ন ▶১৪ জনাব আসিফ ও জনাব ফাহিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এম বি এ পাস করে বের হয়েছেন। সম্প্রতি আসিফ 'A' ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন, যেটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশি-ষ্ট। অন্যদিকে জনাব ফাহিম 'B' ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন, যেটি জনগণের কাছ

থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। কার্যাবলি ভিন্ন হলেও ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা; সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ, খুলনা]

ক. ই-ব্যাংকিং কী? ১

খ. গারনিশি আদেশ মান্য করা ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব আসিফের ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফাহিমের কর্মরকত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা প্রদান করা হয়।

খ গারনিশি আদেশ মান্য করা প্রতিটি ব্যাংকের জন্য অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ।

গারনিশি আদেশ ব্যাংকের প্রতি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের আদেশ। এ ধরনের আদেশ পাওয়ার পর ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেয়। সরকার কর্তৃক আদালত থেকে প্রদত্ত হয় বিধায় এ আদেশ মান্য করা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ড় গুরুত্বপূর্ণ।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব আসিফের ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

যে ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। দেশের সার্বিক মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ করা এ ব্যাংকের অন্যতম কাজ।

উদ্দীপকে জনাব আসিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমবিএ পাস করে 'A' ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যেগাদান করেন এটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি পেলে দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। প্রয়োজনে মুদ্রা সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই 'A ব্যাংকের কাজ। সুতরাং, বলা যায়, কার্যাবলির ভিত্তিতে উদ্দীপকে জনাব আসিফের কর্মরত ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কছে দায়বদ্ধ থাকাটা যৌক্তিক।

দেশের মুদ্রার মান স্থিতিশীল রাখা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। অপরপক্ষে, যে ব্যাংক জনগণের আমানত গ্রহণ ও বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে ফাহিম ও আসিফ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমবিএ পাস করেছেন। জনাব আসিফ 'A' ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেছেন, যা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যদিকে জনাব ফাহিম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন। এখানে, ফাহিমের কর্মরত ব্যাংককে আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

সাধারণত, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলে, এ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে কাজ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রণীত নীতিমালা ব্যাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে অনুসরণ করতে হয়। উভয়ের কার্যাবলি ভিন্ন হলেও বাণিজ্যিক ব্যাংক তার কার্যাবলি ও নীতিমালার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফাহিমের কর্মরত ব্যাংক জনাব আসিফের কর্মরত ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধতার বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶১৫ দেশের দ্রব্যমূল্য দিন দিন বেড়েই চলছে। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে একটি সার্কুলার জারি করে। সেখানে উলে-খ করা হয়– এখন থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ নিতে হলে ১% অধিক হারে সুদ দিতে হবে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় এতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অন্য সার্কুলারে ব্যাংকগুলোর জমার হার ১.৫% বাড়ায়। এ সিদ্ধান্ড়ে সব ব্যাংক সহযোগিতা করলেও গোমতী ব্যাংক এড়িয়ে যায়। বিষয়টি অনুসন্ধানে ধরা পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় এবং কেন? ২

গ. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলার ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে তুমি মনে করো। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় সার্কুলার এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম কি ফলপ্রসূ হবে বলে তুমি মনে করো? যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের আন্ড়ঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। দেশের মুদ্রাবাজারের সার্বিক উন্নয়ন অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। মুদ্রাবাজার গঠন ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা উদ্যোগ নেয়। এছাড়া মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিধায় একে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলার নিয়ন্ত্রণের কৌশল ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাংক হার ৫%।

দেশে হঠাৎ দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সার্কুলার জারি করে। এতে বলা হয়েছে, এখন থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে ঋণ নিতে হলে ১% অধিক হারে সুদ দিতে হবে। অর্থাৎ পূর্বে ব্যাংক হার ৫% থাকলে এখন তা ৬% হারে কার্যকর হবে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে। এভাবে ব্যাংক হার পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম সার্কুলারটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২য় বারে ব্যাংক হার বাড়ানো ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ সুবিধা স্থগিত করার কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি।

কোনো তালিকাভুক্ত ব্যাংক প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা-ই প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঋণ সুবিধা স্থগিত করে।

উদ্দীপকে দেশে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে, বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার ১% বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত তারল্য থাকায় এতে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বিতীয় দফায় জমার হার ১.৫% বাড়ায়। এ সিদ্ধান্ড়ে সব ব্যাংক সহযোগিতা করলেও গোমতী ব্যাংক বিষয়টি এড়িয়ে যায়। ফলে শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গোমতী ব্যাংকের ঋণ সুবিধা স্থগিত করে দেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমার হার বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক রাখতে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক এ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর ফলে আদেশ অমান্যকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে না। অন্যদিকে জমার হার বাড়ার কারণে বাজারে অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ কমে যাবে, যা ঋণের কাম্যস্ড়র

বজায় রাখবে। তাই বলা যায়, ঋণ নিয়ন্ত্রণে উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় সার্কুলার এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে।

প্রশ্ন ▶১৬ 'কুশিয়ারা ব্যাংক লি.' ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চেয়ে আবেদন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় অন্য একটি ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করলে প্রয়োজনীয় ঋণ পায়। উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডরের কারণে জমিতে লবণাক্ততা দূরীকরণে স্বল্প সুদে ১০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যার ফলে দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের 'কুশিয়ারা ব্যাংক লি.' কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্দীপকের ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে কোন নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়? যুক্তিসহ আলোচনা করো।। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনায় তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হলো নিকাশঘর।

খ মুদ্রাবাজার পরিচালনা করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের মুরব্বি বা অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের একক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। মুদ্রাবাজারের সার্বিক উন্নয়ন অর্থ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। মুদ্রাবাজার গঠন ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা উদ্যোগ নেয়। মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান ভূমিকা রাখে বিধায় একে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের কুশিয়ারা ব্যাংক লি. কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে।

যে ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে কুশিয়ারা ব্যাংক লি. তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থ সংকটে পড়েছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য চেয়েও এ ব্যাংক অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। পরে অন্য একটি ব্যাংকের পরামর্শে ব্যাংকটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে কুশিয়ারা ব্যাংক আর্থিক সংকট মোকাবেলা করে। মূলত দেশের সকল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটময় সময়ে ঋণ প্রদান করে অন্যান্য তালিকাভুক্ত ব্যাংককে আর্থিক সহযোগিতা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কুশিয়ারা ব্যাংক লি. যে ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে তা একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি। কোনো বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এরূপ নীতির আওতায় যেসব খাতে ঋণ দেয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সব ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সিডরের কারণে জমির লবণাক্ততা দূরীকরণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্প সুদে ১০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদানের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি। উদ্দীপকে বিশেষ খাত হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের সিডরে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করা হয়। ফলে, ঐ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূর হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসবে। এতে মাথাপিছু আয় বাড়ার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এখানে ঋণদানের ক্ষেত্রে বিশেষ খাত চিহ্নিত করায় নিয়ন্ত্রণকারী ব্যাংকের ঋণের বরাদ্দকরণ নীতির প্রতিফলন হয়েছে। এর ফলে দেশের সুষম উন্নয়ন ঘটবে।

প্রশ্ন ▶১৭ সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয়ে অধিক পরিমাণ ঋণ দেয়ায় বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি সঞ্চিতি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তাতে ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি তেমন পরিবর্তন না হওয়ায় ব্যাংকটি কিছু বন্ডও বাজারে ছেড়েছে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কোন ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রথম কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণকৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী পদ্ধতিটি মুদ্রাস্ফীতির ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে? বিশে-ষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তারল্য সংকটে অন্য কোনো উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। দেশের সরকারও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এরূপ সহায়তা নেয়। এই ধরনের ভূমিকার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রথম জমার হার পরিবর্তন নীতি অবলম্বন করেছে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তার সংগৃহীত আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নগদে ও অংশবিশেষ সিকিউরিটিজ ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। এই জমার হার পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয়ে অধিক পরিমাণ ঋণ দিচ্ছে। এর ফলে বাজারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সঞ্চিতি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে ঋণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে। সঞ্চিতি বৃদ্ধি তেমনই একটি পদ্ধতি, যাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে রিজার্ভ সংরক্ষণ করে। এটি জমার হার পরিবর্তন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সর্বপ্রথম জমার হার পরিবর্তন নীতি অবলম্বন করেছে।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী পদ্ধতিটি হলো খোলাবাজার নীতি, যা মুদ্রাস্ফীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক খোলাবাজারে সিকিউরিটি ও বিল (শেয়ার ও ডিবেঞ্চার) ক্রয়-বিক্রয় কার্যকে খোলাবাজার নীতি বলে।

উদ্দীপকের উলি-খিত দেশটির তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিলাসবহুল দ্রব্য ক্রয়ে যথেচ্ছ ঋণ দিচ্ছে। অতিরিক্ত ঋণ প্রদান দেশের মুদ্রাবাজারকে প্রভাবিত করছে। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। বর্তমানে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য জমার হার পরিবর্তন নীতি ও খোলাবাজার নীতি অবলম্বন করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি বাজারে বন্ড ছাড়ার মাধ্যমে খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করছে। এই বন্ড বিক্রয়ের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে বন্ড বিক্রয়ের অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে আসবে। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে। ফলে বাজারে ঋণের সরবরাহ এবং মুদ্রাস্ফীতিও হ্রাস পাবে। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ নিয়ন্ত্রণের খোলাবাজার নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶১৮ সরকারের আদেশে কিছুদিন পূর্বে 'B' ব্যাংক ২০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। তিস্তা ও সুরমা ব্যাংকসহ অনেক ব্যাংক এসব নোট সংগ্রহ করে। তিস্তা ব্যাংককে 'B' ব্যাংক এর সকল

আদেশ ও নির্দেশিত শর্তাবলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু সুরমা ব্যাংক এসব মানতে বাধ্য নয়। সম্প্রতি তিস্ড়া ও সুরমা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'B' ব্যাংক তিস্ড়া ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে কিন্তু সুরমা ব্যাংককে তা করেনি। *[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ভোক্তা ব্যাংক বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'B' ব্যাংক সরকারের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করেছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত তিস্ড়া ব্যাংককে 'B' ব্যাংকের সহায়তা করা কি সঠিক ছিল? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় এবং অর্থ সংক্রান্ড় কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ভোক্তা ব্যাংক বলে।

ভোক্তাদের বাকিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা প্রদানের জন্যই এ ব্যাংক গঠন করা হয়। আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত 'B' ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে নোট ইস্যু করেছে।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকে উলি-খিত 'B' ব্যাংকটি সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এ ব্যাংকটি সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রার প্রচলনকারী হিসেবে কাজ করে, 'B' ব্যাংক ২০ টাকার নতুন একটি নোট বাজারে ছাড়ে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট ও মুদ্রা প্রচলন কাজের অন্ড়র্গত। বর্তমানে প্রায় সব দেশেই নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক দায়ভার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। উদ্দীপকে উলি-খিত 'B' ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে। অর্থাৎ বলা যায়, 'B' ব্যাংক সরকারের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়ভার নিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত তিস্ড়া ব্যাংকটি একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক হওয়ায় এ ব্যাংককে সহায়তা করা 'B' ব্যাংকের জন্য সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ নির্দেশ মেনে যে ব্যাংক এর তালিকার অন্ড়র্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত সব ব্যাংকের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সাহায্য, সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের তারল্য সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সব ব্যাংককে ঋণ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে 'B' ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে। আবার তিস্ড়া ব্যাংক 'B' ব্যাংকের সব আদেশ ও নির্দেশিত নিয়মাবলি মেনে চলে। সম্প্রতি তিস্ড়া ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'B' ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা পায়।

তিস্ড়া ব্যাংক যেহেতু তালিকাভুক্ত ব্যাংক তাই 'B' ব্যাংক তারল্য সংকটের সময় এ ব্যাংককে ঋণ প্রদান করেছে। অন্যদিকে সুরমা ব্যাংক তালিকাভুক্ত না হওয়ায় 'B' ব্যাংক তাকে কোনো সহায়তা প্রদান করেনি। তাই বলা যায়, দায়িত্বের বিচারে তিস্ড়া ব্যাংককে 'B' ব্যাংকের সহায়তা করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶১৯ পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার নিজস্ব তহবিলকে প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করছে। এ জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব সরকার 'ক' ব্যাংকের ওপর ন্যস্ড় করে। পদ্মা নদীর তীরবর্তী অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য 'ক' ব্যাংক তার অধীনস্থ সব ব্যাংককে অপেক্ষাকৃত কম সুদের হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশ জারি করে। *[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতির প্রভাব বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের কাজ কোন ধরনের কার্যাবলি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকের উপরিউক্ত নির্দেশনা জারির যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলকে ব্যাংক হার নীতি বলে।

খ ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি একটি অন্যতম পদ্ধতি।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতি অনুসরণ করে। এ নীতির মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান খোলাবাজারে বিভিন্ন বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অতিরিক্ত ঋণপ্রদানের ফলে বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বে ক্রয়কৃত ঋণপত্রসমূহ খোলাবাজারে বিক্রির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ফলে ব্যাংক ও জনগণের কাছে থাকা অর্থের পরিমাণ কমে আসে এবং তাদের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস পায়। এভাবেই ঋণ নিয়ন্ত্রণে খোলাবাজার নীতি প্রভাব বিস্ড়ার করে।

গ উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলির আওতায় পড়ে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে থাকে। সর্বত্রই এ ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি, উপদেষ্টা ও পরামর্শক হিসেবে বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। তহবিল সংগ্রহ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কার্যাবলি।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক সরকারের অধীনস্থ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ড় নেয়। এ লক্ষ্যে সরকার তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব 'ক' ব্যাংককে প্রদান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারের পক্ষে সরাসরি তহবিল ও উদ্বৃত্ত সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করে। এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারি তহবিলের সংরক্ষক বলা হয়। উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক সরকারের তহবিল সংরক্ষক হিসেবে কাজ করছে।

ঘ উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকের উলি-খিত নির্দেশনা জারি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ড়।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এ নীতির ক্ষেত্রে যেসব খাতে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেখানে বিশেষ ঋণ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের তহবিল সংগ্রহের কাজ করে। 'ক' ব্যাংক পদ্মার তীরবর্তী অনুন্নত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য তার অধীনস্থ সব ব্যাংককে কম সুদের হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। ঋণ বরাদ্দকরণের নীতি অনুযায়ী 'ক' পদ্মা তীরবর্তী অনুন্নত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ খাত হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে সরকার এ অঞ্চলের জনগণের সহায়তার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনে পরিচালিত সব ব্যাংককে কম সুদের হারে ঋণদানের নির্দেশ দেয়। যার ফলে এ জনগোষ্ঠী সহজে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। তাই বলা যায়, বিশেষ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ক' ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ যেকোনো দেশেই একটি ব্যাংক থাকে যেটি অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে, মোট কথা ব্যাংকের রাজা হয়ে কাজ করে। বাংলাদেশেও এমন একটি ব্যাংক আছে যেটি সরকারের বিশেষ আইন ও অধ্যাদেশ বলে গঠিত। অন্যদিকে, আরো কিছু ব্যাংক থাকে যারা জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করে থাকে। আবার জনগণ চাইলে তাদের জমাকৃত অর্থ চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করতে পারে। *[কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক হার নীতি কাকে বলে? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কোন ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত দুই ধরনের ব্যাংকের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ দান করে বা বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম শ্রেণির বিলগুলো বাট্টা করে দেয়, তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আর্থিক সহায়তা করে বলে এটি ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ আর্থিক সংকটে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ঋণ প্রদান করে। সংকট উত্তরণে এ সহায়তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভিভাবকত্ব প্রকাশ করে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো অর্থবাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। সরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে জনকল্যাণ সাধনই এ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য।

সব দেশেই একটি প্রধান ব্যাংক থাকে, যা অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটি ব্যাংক যা সরকারের বিশেষ আইন ও অধ্যাদেশ 'বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার-১৯৭২' বলে গঠিত। এটি সরকারের ব্যাংক, মোটকথা সব ব্যাংকের রাজা হিসেবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ দেশের প্রধান ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখবে। এছাড়া, দেশে বিদ্যমান সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও বাংলাদেশ ব্যাংকের। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে প্রথম ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর দ্বিতীয় ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

সরকারের অধীনে থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে, বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের আমানত সংগ্রহ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে উলি-খিত দুটি ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদ্দীপকে ১ম ব্যাংকটি সরকারের ব্যাংক হিসেবে অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন ও অধ্যাদেশ বলে গঠিত। অন্যদিকে দ্বিতীয় ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক, যা জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও ঋণ দিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বা বিশেষ আইন বলে গঠিত হয়। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুসারে গঠিত হয়। মুনাফা অর্জনই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিচালিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক আর বাণিজ্যিক ব্যাংক এ বাজারের সদস্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের উলি-খিত কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা এবং গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী সেবা প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোর মাঝে অনেক সময় দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। এই দেনা-পাওনার জন্য যাতে ব্যাংকগুলো নিজেদের মাঝে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং তাদের মধ্যকার লেনদেনগুলো স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা জন্য নিকাশঘর কাজ করে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রকার সহায়তাদানের মাধ্যমে একটি দেশে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী অর্থনীতি গঠনে নিকাশঘর কাজ করে যাচ্ছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. ব্যাংক হার নীতি কী? ১

খ. ঋণ আমানত সৃষ্টির আবশ্যকীয় শর্তাবলিগুলো ব্যাখ্যা করো।২

গ. উদ্দীপকে নিকাশঘরের কার্যক্রমের মাধ্যমে লেনদেন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩

ঘ. নিকাশঘর সম্প্রসারিত ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার কৌশলই হলো ব্যাংক হার নীতি।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ আমানত সৃষ্টি করা।

ঋণ আমানত সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলো: দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ও তাদের একাধিক শাখা থাকতে হবে। বাজারে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণদান নীতি কার্যকর থাকবে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনে জনগণের সচেতনতা থাকতে হবে। আর এ শর্তগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেই ঋণ থেকে আমানত সৃষ্টির কার্যক্রম সম্ভব।

গ উদ্দীপকে নিকাশঘরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিষ্পত্তি করে থাকে।

নিকাশঘর হলো আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এমন একটি স্থান যেখানে তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে তাদের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে।

উদ্দীপকে ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ও গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। এই দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে যেন কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘর ব্যবস্থা চালু করেছে। ব্যাংকগুলোর মধ্যকার লেনদেনে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার বিকাশে নিকাশঘর কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি কার্যদিবসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিকাশঘরের মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সব ব্যাংকের পারস্পরিক দেনাপাওনার নিষ্পত্তি করা হয়।

ঘ নিকাশঘর সম্প্রসারিত ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নিকাশঘরের কার্য সম্পাদন মূলত একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। নিকাশঘর হলো এমন একটি ব্যবস্থা বা পদ্ধতি যেখানে ব্যাংকগুলো তাদের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা সহজে নিষ্পত্তি করতে পারে।

উদ্দীপকে ব্যাংক ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ও গ্রাহকদের বিভিন্নমুখী চাহিদা মেটাতে গিয়ে ব্যাংকসমূহের মধ্যে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। ব্যাংকগুলো যাতে নিজেদের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে এবং তাদের লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশঘর কার্যক্রম প্রচলন করে।

নিকাশঘরের মূল উদ্দেশ্যে হলো এক ব্যাংকের চেক অন্য ব্যাংকে জমা দেওয়ার কারণে যে আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়, তা নিষ্পত্তি করা। নিকাশঘরের সম্প্রসারণ ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। নিকাশঘর ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এর ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে। নিকাশঘর সুবিধার প্রয়োজনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানতে বাধ্য হয়। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। তাই নিকাশঘর ব্যবস্থার সম্প্রসারণ দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

প্রশ্ন ▶ ২২ দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। তাই বাংলাদেশ ব্যাংককে মুদ্রানীতি রোধে সরকার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এজন্য CRR ৫% থেকে ৬% এ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য কিছুটা কমলেও তা প্রত্যাশিত না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক বাজারে সুবিধাজনক শর্তে কিছু বন্ড ও বিল ছেড়েছে। এতে গ্রাহকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২

গ. বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে প্রথমে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থা পরোক্ষ হলেও কার্যকর হবে–এ বক্তব্য কতটা যথার্থ বিশে-ষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যকার আন্ড়ঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থানই হলো নিকাশঘর।
নিকাশঘরের ইংরেজি প্রতিশব্দ "Clearing House" যার আভিধানিক অর্থ নিষ্পত্তিস্থল। নিকাশঘরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্যভুক্ত প্রতিটি ব্যাংক তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যাংক ও শাখার চেক, বিনিময় বিল প্রভৃতির দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি নিকাশঘরের মাধ্যমে করে।

গ বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণে জমার হার পরিবর্তন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির শর্ত মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নগদ জমার অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করে, যাকে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কমানোর জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে জমার হার হ্রাস-বৃদ্ধি পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ব্যাংকের ঋণদানের সামর্থ্য কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক CRR ৫% থেকে ৬% এ বাড়ানোর সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদান করার আর্থিক ক্ষমতা কিছুটা কমে যাবে। ফলে, দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কমে যাবে।
তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে জমার হার পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করেছে।

ঘ "বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থা পরোক্ষ হলেও কার্যকর হবে" উক্তিটি যৌক্তিক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রাদি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। একে খোলাবাজার নীতি বলা হয়।
উদ্দীপকে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি অন্যতম নীতি হলো খোলাবাজার নীতি। এ নীতির আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক সুবিধাজনক শর্তে কিছু বন্ড ও বিল বাজারে ছেড়েছে। সাধারণত, ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে বন্ড, বিল ও বিভিন্ন ঋণপত্রাদি বিক্রি করে।
উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারে কিছু বন্ড ও বিল ছেড়েছে, যা ক্রয় করলে জনসাধারণের হাতের অর্থ কমে যাবে। ফলে, এটি পরোক্ষভাবে দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর অবদান রাখবে।
তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপ পরোক্ষ হলেও কার্যকর –উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶২৩ সুরমা ব্যাংক লি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত পাঁচ বছর যাবৎ অত্যন্ড় দক্ষতার সাথে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করেই ব্যাংকটি লক্ষ করলো যে তাদের ঋণদান ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরবর্তীতে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক জানতে পারলেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ব্যাংক হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করেছে। ফলে সুরমা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হতে অধিক হারে ঋণ গ্রহণ কমিয়ে দেয়। ফলে তাদের ঋণদান ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড়কলেজ]

ক. বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী? ১
খ. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সুরমা ব্যাংকটি ঋণ দেয়া থেকে বিরত থাকার যথার্থ কারণ বিশে-ষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় বাংক হলো দি রিকস্ ব্যাংক অব সুইডেন।

খ তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের যে নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে।
আর্থিক স্থিতিশীলতা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানত হিসেবে জমা রাখে। এ বিধিবদ্ধ রিজার্ভের কিছু অংশ নগদে ও কিছু অংশ ট্রেজারি বিল কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। বর্তমানে এ বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার ১৯.৫%।

গ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাগত পদ্ধতি ব্যাংক হার নীতির সম্মুখীন হয়েছে।
ঋণের উদ্দেশ্য বা ব্যবহার বিবেচনা না করে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির কৌশল হলো সংখ্যাত্মক পদ্ধতি। ব্যাংক হার নীতি হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম শ্রেণির সিকিউরিটিজ বাট্টাকরণ করে থাকে।
উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ড় দক্ষতার সাথে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। কিন্তু হঠাৎ ব্যাংকটির ঋণদান ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ব্যাংক হার পূর্বের তুলনায় বেড়ে যাওয়ায় সুরমা ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা কমে। মূলত ব্যাংক হার নীতির আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সুদের হার বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক হার নীতির কারণে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ ঋণদানে অসামর্থ্যের কারণে সুরমা ব্যাংকটি ঋণদান থেকে বিরত থাকার বিষয়টি যথার্থ।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ বিতরণ করা। এ ব্যাংক সাধারণত ধার, নগদ ঋণ ও জমাতিরিক্ত ঋণের মাধ্যমে গ্রাহককে ঋণ দিয়ে থাকে। আমানত থেকে ঋণদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি অন্যতম কাজ।
উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত পাঁচ বছর ধরে দক্ষতার সাথে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যাংকটি লক্ষ করলো তাদের ঋণদান ক্ষমতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হার নীতি বাড়ানোর ফলেই সুরমা ব্যাংকের আর্থিক অসামর্থ্য দেখা দিয়েছে।
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ অর্থ সংকটের সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল। ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটে পড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিলের বাট্টাকরণ, জামানতি ঋণদান, ব্যাংক হার কমানো প্রভৃতির মাধ্যমে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণগ্রহণের হার বাড়ানোয় সুরমা ব্যাংকের তারল্য সংকট দেখা দেয়। ফলে এ ব্যাংক ঋণদান থেকে বিরত থাকছে। সুতরাং সুরমা ব্যাংকের ঋণদান থেকে বিরত থাকার যথার্থ কারণ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৪ দেশে মূলধনের সংকট দেখা দেওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দেয়। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের হারে পরিবর্তন এনে এ সংকট থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করে।

[চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আন্ড়কলেজ]

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. খোলাবাজার নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'X' ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি কতটুকু বাস্ড়বসম্মত বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক মূল্যের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হলো নিকাশঘর।

খ খোলাবাজারে বিভিন্ন বিল ও সিকিউরিটিজ (বন্ড, ঋণপত্র) ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল হলো খোলাবাজার নীতি।
এটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে বাজারে ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারি বিল, বন্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস করে। আবার বাজারে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার থেকে বিল, বন্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি কিনে নিয়ে বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকে মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত 'X' ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত দেশের একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত সরকারের ব্যাংক, উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে থাকে।
উদ্দীপকে মূলধন সংকটের কারণে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান করেছে। প্রতিটি দেশেই সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্য পরিচালনা করে থাকে। আর্থিক সংকটে এ ব্যাংক সরকারকে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করা ছাড়াও এ ব্যাংক অন্যান্য কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

ঘ দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক জমার হার পরিবর্তন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত বলে আমি মনে করি।
জমার হার পরিবর্তন নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। প্রতিটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের মেয়াদি আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে, যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।
উদ্দীপকে দেশে মূলধন সংকট দেখা দেওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে বিষয়টি সমাধানের দায়িত্ব দেয়। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের হার পরিবর্তন করে এ সংকট হতে উত্তরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।
উদ্দীপকে 'X' ব্যাংক জমার হার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে দেশের মূলধন সংকট নিরসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিধিবদ্ধ জামানতের হার কমিয়ে দেশের মূলধন সংকটের সমাধান করতে পারে। জামানতের হার কমানোর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তারল্য বেড়ে যাবে। ফলে এদের ঋণদান ক্ষমতা বাড়বে। ঋণদানের মাধ্যমে এ ব্যাংক দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করবে সুতরাং মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি বাস্তবসম্মত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সম্প্রতি পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণদান করে। ফলে বাজারে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এ অবস্থায় দেশের প্রধান ব্যাংক বিডি ব্যাংক আকর্ষণীয় সুদের হারে বাজারে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রি করে। অন্য ব্যাংকগুলো এসব ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে বাজারে অতিরিক্ত অর্থ বিডি ব্যাংকে জমা হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত ঋণদানের কারণে পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংকের বিল পুনঃবাট্টাকরণ করতে বিডি ব্যাংক অস্বীকৃতি জানায়।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. SLR কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে বিডি ব্যাংক কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংকের বিল পুনঃবাট্টাকরণে বিডি ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। —উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে-এর আমানতের একটি ন্যূনতম অংশ বন্ড বা সিকিউরিটিজ ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখার বিধানকে SLR বা Statutory Liquidity Ratio বলে।

সহায়ক তথ্য
বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত SLR হলো ১৩%।

খ দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সরকারের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিক এক ও অন্যান্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। জনগণ যেমন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে তেমনি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে থাকে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সকল ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়।

গ উদ্দীপকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে বিডি ব্যাংকা নীতি অবলম্বন করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিভিন্ন ধরনের বন্ড, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে থাকে। এ পদ্ধতিকে খোলাবাজার নীতি বলে। উদ্দীপকে পদ্মা ও মেঘনা নামক দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এ অবস্থায় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বিডি ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এগিয়ে আসে। এ ব্যাংক খোলাবাজার নীতির আওতায় আকর্ষণীয় সুদের হারে বাজারে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রি করে। ফলে বাজারের অতিরিক্ত অর্থ বিডি ব্যাংকে এসে জমা হয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হ্রাস পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে বিডি ব্যাংক খোলাবাজারে নীতিকে অনুসরণ করেছে।

ঘ 'পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংকের বিল বাট্টাকরণ বিডি ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।
মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ বাড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
উদ্দীপকে পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক বাজারে অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করে। যার ফলে মুদ্রাবাজারে অর্থের পরিমাণ বাড়ে। ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায়, বিডি ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য বিডি ব্যাংক স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণপত্র বাজারে ছাড়ে। এরূপ ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে বাজারে অর্থের পরিমাণ কমে যায়। পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক পুনরায় অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংকের বিল বাট্টাকরণের আবেদন করলে বিডি ব্যাংক তাতে অস্বীকৃতি জানায়। বিডি ব্যাংকের এরূপ পদক্ষেপের ফলে পদ্মা ও মেঘনা ব্যাংক অতিরিক্ত ঋণপ্রদান করতে পারবে না। ফলে, মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আসবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বিডি ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপটি একটি যথার্থ সিদ্ধান্ত উক্তিটি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ২৬ রিয়াদ দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের একজন ছাত্র। নোট ও মুদ্রার প্রচলন কীভাবে শুরু হয় তা জানতে খুব আগ্রহী। নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব প্রথম দিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের থাকলেও তা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয় কেন? ২
গ. নোট ও মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে ধরনের কার্যাবলি তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে কেন? বিশে-ষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানতের যে নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তাই বিধিবদ্ধ রিজার্ভ।

খ সরকারের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয়।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরামর্শ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়নে সাহায্য করে। সরকার এসব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের প্রকল্প সহায়ক বলা হয়।

গ নোট ও মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাধারণ বা মৌলিক কার্যাবলির আওতাভুক্ত।
সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একক প্রতিষ্ঠান। সরকারের ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কার্য সম্পাদনের বাইরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। নোট ও মুদ্রা প্রচলন তার মধ্যে অন্যতম।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো দেশে নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা। নোট ও মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। উদ্দীপকে দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্র রিয়াজ নোট ও মুদ্রার প্রচলন সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নোট ও মুদ্রা প্রচলনে কাজ করে। সাধারণ কার্যাবলির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে।

ঘ উদ্দীপকে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে।
বর্তমানকালে সব দেশেই নোট ও মুদ্রা প্রচলন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক অধিকার হিসেবে গণ্য। মূলত, নোট ও মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজনেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি হয়েছে।
উদ্দীপকে রিয়াজ দ্বাদশ শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ছাত্র। সে দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের শুর" কীভাবে হয়েছে তা জানতে খুবই আগ্রহী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিকাশ লাভের পূর্বে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর অর্পণ করা হতো। পরবর্তী অর্থ ব্যবস্থার কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।
উদ্দীপকে উলে-খ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কারণ পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অতিরিক্ত নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে সরকারকে আর্থিক সংকটে ফেলে দিত। এছাড়া কাম্য অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ড়রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। একাধিক প্রতিষ্ঠানের নোট ও মুদ্রা প্রচলনের অধিকার থাকলে সরকারের জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ত। তাই বলা যায়, উলি-খিত কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট ও মুদ্রা প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২৭ 'ক' ব্যাংক লি. 'খ' ব্যাংকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। 'ক' ব্যাংককে তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'খ' ব্যাংকে বাধ্যতামূলক জমা রাখতে হয় 'খ' ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন নিয়মকানুনের মধ্যে থেকে 'ক' ব্যাংক লি.-কে তার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয় 'খ' ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে 'ক' ব্যাংক কোন কাজ করতে পারে না। *[ভোলা সরকারি কলেজ]*

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২
গ. 'ক' ব্যাংক লি.-এর একটি নির্দিষ্ট অংশ 'খ' ব্যাংকে জমা রাখার কারণ বুঝিয়ে লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত দু'টি ব্যাংকের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

খ আর্থিক সংকটকালীন তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।
তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যেকোনো সময় তারল্য সংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন আমানত বৃদ্ধি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংকসমূহকে ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। ঋণ দানে এ ধরনের ভূমিকার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিধিবদ্ধ রিজার্ভ হিসেবে 'খ' ব্যাংকে জমা রেখেছে।
তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে, যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বর্তমানে এ রিজার্ভের হার ১৯%।
উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'খ' ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিধিবদ্ধ রিজার্ভের আওতায় 'ক' ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'খ' ব্যাংকে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে 'খ' ব্যাংক এ অর্থ জমা রাখে। নগদ জমার অনুপাত কমিয়ে-বাড়িয়ে 'খ' ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করলে 'ক' ব্যাংকের নগদ অবস্থা সংকুচিত হয় এবং ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, নগদ জমার হার হ্রাস করলে 'ক' ব্যাংকের নগদ অবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও বাড়ে। মূলত, ঋণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে 'খ' ব্যাংক 'ক' ব্যাংকের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত 'ক' ব্যাংক হলো তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'খ' ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
যে ব্যাংক জনসাধারণের আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। অন্যদিকে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।
উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক তার আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে 'খ' ব্যাংকে জমা রাখে। এছাড়াও, 'ক' ব্যাংক প্রণীত বিভিন্ন নিয়মকানুনের মাধ্যমে 'খ' ব্যাংক তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে 'ক' ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না। অপরপক্ষে, 'খ' ব্যাংক হলো একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যার অধীনে সকল তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালিত হয়। এটি দেশের মুদ্রা বাজারের অভিভাবক। দেশের সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়ভার এ ব্যাংকের। এটি দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের তালিকাভুক্তকরণ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে। তাই বলা যায়, বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'খ' ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়।

প্রশ্ন ▶২৮ দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা এবং মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভ্যন্ড়রীণ লেনদেন সম্পন্ন করে নিকাশঘরের দায়িত্ব পালন করে এবং নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১
খ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক' –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে' –ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হলো নিকাশঘর।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে প্রয়োজনে ঋণদান ও সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলে।

দেশের সব ব্যাংকের পরিচালনা ও দায়িত্বভার থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে হিসাবরক্ষণ, অর্থ সংরক্ষণ, অর্থ হস্তান্তর প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এছাড়া সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নে এ ব্যাংক ভূমিকা রাখে। এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।

গ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ইস্যুর ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে।

নোট ইস্যু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। নোট ইস্যুর প্রয়োজনেই মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উৎপত্তি। অর্থের চাহিদা বিবেচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নোট ইস্যু করে থাকে।

উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী দেশের মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশ লাভের পূর্বে নোট ইস্যুর দায়িত্ব ছিল বেসরকারি মালিকানাধীন এক বা একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ওপর। পরবর্তীতে দেশের অর্থ ব্যবস্থার ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর নোট ইস্যুর একক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাই কাম্য অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জনআস্থা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে নোট ইস্যুর অধিকার একচেটিয়াভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভোগ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানাবিধ কার্যাবলি রয়েছে।

দেশের অর্থব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মুদ্রা ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রেখে অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ লেনদেন নিষ্পত্তির দায়িত্ব নিকাশঘরের মাধ্যমে পালন করে। আর ব্যাংক নোট ইস্যুর একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার সঠিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করে থাকে। দেশের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল মুদ্রাবাজার গঠন ও পরিচালনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ। ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ ব্যাংক অর্থের পরিমাণ কাম্য স্তরে বজায় রাখে। উলি-খিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও সরকারের নীতি বাস্তবায়ন, পরামর্শদান, তথ্য সরবরাহ, প্রতিনিধিত্বকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখে। সর্বোপরি বলা যায়, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶২৯ সম্প্রতি বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক লি. এর যুক্তরাজ্য শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম পালনে অত্যন্ত অবহেলা করে। বিষয়টি যুক্তরাজ্যের আর্থিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নজরে পড়ে। তারা যুক্তরাজ্যস্থ সোনালী ব্যাংককে ৩১ কোটি টাকা আর্থিক জরিমানা পরিশোধ করতে বলে। সোনালী ব্যাংক এ আদেশ মানতে বাধ্য।

[এম ই এইচ আরিফ কলেজ, গাজীপুর]

ক. মিশ্র ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আর্থিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন পদক্ষেপের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না'– এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? বিশে-ষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের কার্যাবলি একত্রে সম্পাদন করা হয় তাকে মিশ্র ব্যাংকিং বলে।

খ ব্যাংক জনগণের অর্থে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করে বিধায় ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ স্বল্প সুদের বিনিময়ে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। এই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা ব্যাংক তার তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল থেকে ব্যাংক অধিক সুদে ঋণ দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন লাভজনক খাতে ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে। এভাবেই ব্যাংক তার ব্যবসায় কার্য পরিচালনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। তাই ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আর্থিক আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপটির সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনামূলক পদক্ষেপের মিল রয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্য ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোনো ব্যাংক তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা না করে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্যে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পালনে অত্যন্ত অবহেলা করে। তাই, যুক্তরাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সোনালী ব্যাংককে ৩১ কোটি টাকা আর্থিক জরিমানা করে। উক্ত পদক্ষেপটি তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনামূলক পদক্ষেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তালিকাভুক্ত ব্যাংক যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মেনে না চলে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাস্বরূপ এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে "তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই"– উক্তিটি যথার্থ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পরিচালক, নিয়ন্ত্রক ও দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের অভিভাবক।

উদ্দীপকে সোনালী ব্যাংক যুক্তরাজ্যে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক অবহেলা করে। তাই যুক্তরাজ্যের আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাদের ৩১ কোটি টাকা জরিমানা করে। সোনালী ব্যাংক এ আদেশ মানতে বাধ্য। কারণ সোনালী ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের জন্য নিয়মনীতি নির্ধারণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রধান নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। তালিকাভুক্ত ব্যাংকের আর্থিক সংকটে এ ব্যাংক সাহায্যও করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সব ব্যাংকের ব্যাংকার বলা হয়। তাই তালিকাভুক্ত ব্যাংকের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶৩০ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অধিক ঋণ প্রবণতার কারণে মুদ্রাস্ফীতির হার দ্রুত বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট খাত যেমন- শিল্প, কৃষি ও ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারে কিছুটা ভারসাম্য অবস্থার সৃষ্টি

হয়। তবে পরবর্তীতে বিভিন্ন কৌশলে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংকগুলো আবার ঋণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিপত্র জারি করেছে– এখন থেকে ঋণ নিতে ব্যাংকগুলোকে ১% অধিক হারে অর্থাৎ ৬% হারে সুদ দিতে হবে। *[সফিউদ্দীন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, গাজীপুর]*

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ. কোন হিসাবে ব্যাংক চেক প্রদান করে না? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সহায়ক হবে? যুক্তিসহ বিশে-ষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বৈধ মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলে।

খ স্থায়ী হিসাবের গ্রাহকদের ব্যাংক কোনো চেকবই দেয় না।

স্থায়ী হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রাহক ব্যাংকে অর্থ জমা করে। ঐ নির্দিষ্ট সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ড় সাধারণত গ্রাহক এ হিসাবের অর্থ উত্তোলন করে না, এ হিসাবে জমাকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের রসিদ দেয়। তাই এ হিসাবে ব্যাংক থেকে গ্রাহককে কোনো চেকবই দেয়া হয় না।

গ প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ বরাদ্দকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সেক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করার নীতিকে ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি বলে। এরূপ নীতির ক্ষেত্রে যেসব খাতে ঋণ দেওয়া প্রয়োজন সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়।

উদ্দীপকে দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এ নীতি অনুসরণ করেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতে যেমন- শিল্প, কৃষি ও ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। এতে প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারে সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসৃত এ নীতি প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

তাই বলা যায়, প্রাথমিক পর্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের বরাদ্দকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে।

ঘ বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত ব্যবস্থা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সহায়ক হবে না।

ব্যাংক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। এ নীতিকে ব্যাংক হার নীতি বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ব্যাংক হার বাড়ায়। আবার মুদ্রা সংকোচনের প্রয়োজনে ব্যাংক হার কমায়।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অধিক ঋণ প্রবণতার কারণে দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে যায়। এ অবস্থায় নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণে সুদের হার ১% বাড়িয়ে ৬% এ উন্নীত করে।

ব্যাংক হার নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণে সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে ব্যাংকগুলো নিরুৎসাহিত হয়ে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্ধারিত হারে ঋণ নেয়। পরবর্তীতে তা থেকে উচ্চ সুদের হারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। দুই সুদের হারের পার্থক্যই বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুনাফা। কিন্তু ব্যাংক হার বাড়িয়ে ৬% করার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাবে, যা ব্যাংকগুলোর জন্য লাভজনক নয়। তাই বলা যায়, দেশে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় গৃহীত ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য সহায়ক নয়।

প্রশ্ন ▶৩১ দেশে মূলধনের সংকট দেখা দেওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় সরকার তার প্রতিনিধিত্বকারী 'X' ব্যাংককে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দেয়। 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আমানতের হারে পরিবর্তন এনে এ সংকট থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে। *[গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ]*

ক. খোলাবাজার নীতি কি? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি বলা হয় কেন? ২

গ. মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'X' ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি কতটুকু বাস্ড়বসম্মত বলে তুমি মনে করো। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলাবাজারে যে বন্ড, সিকিউরিটিজ, বিল, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে খোলাবাজার নীতি বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে বিধায় একে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি বা অভিভাবক বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার বাইরে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কোনো কাজ করতে পারে না। এ সকল কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মুরব্বি বলা হয়ে থাকে।

গ মূলধন সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত 'X' ব্যাংক হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার ও অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ও অভিভাবক।

উদ্দীপকে উলি-খিত 'X' ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের মুলধনের সংকট দেখা দেওয়ায় সরকার 'X' ব্যাংককে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেয়। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এ ব্যাংক মূলত দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে 'X' ব্যাংক বিভিন্ন নীতি যেমন– ব্যাংক হার, খোলাবাজার, অবলম্বন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা যায়, আর্থিক সংকট সমাধানে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত 'X' ব্যাংকটি কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ দেশের মূলধন সংকট সমাধানে উদ্দীপকের 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাটি অনেকটাই বাস্ড়বসম্মত বলে আমি মনে করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তির শর্ত মোতাবেক বাণিজ্যিক ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। ঋণনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। একে জমার হার পরিবর্তন নীতি বলে।

উদ্দীপকে উলি-খিত 'X' ব্যাংক দেশের মূলধন সংকটের সময় জমার হার পরিবর্তন নীতি অনুসরণ করেছে। এর মাধ্যমে দেশের ঋণ সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। এ নীতির আওতায় 'X' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানতের হার পরিবর্তন করে থাকে।

জমার হার পরিবর্তন নীতি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি ঋণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল। তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ 'X' ব্যাংক তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে 'X' ব্যাংক চাইলে এ ব্যাংকগুলোর আমানতের হারে পরিবর্তন আনতে পারে। তাই বলা যায়, দেশের মূলধন সংকট সমাধানে 'X' ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ অনেকটাই বাস্ড়বসম্মত।

প্রশ্ন ▶৩২ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন বাজারে অধিক হারে ঋণ বিতরণ করতে থাকে তখন দেশে শিল্পায়ন ঘটে। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেটা অর্থনীতির জন্য কাম্য নয়। তখন মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিছু কৌশলের সাহায্য নেয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর SLR ও CRR বাড়িয়ে দেয়। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি কয়টি ও কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাজারে অর্থের সরবরাহ কাম্যস্তরে রাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলোই বেশি কার্যকর। আলোচনা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কৌশল হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ২টি। যথা: ১. সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি, ২. গুণগত বা নির্বাচনমূলক পদ্ধতি।

সাধারণ বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতির আওতায় নিম্নোক্ত কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

i. ব্যাংক হার নীতি
ii. খোলাবাজার নীতি
iii. জমার হার পরিবর্তন নীতি

নির্বাচনমূলক পদ্ধতির আওতায় নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ ব্যবহার করা হয়:

i. ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি
ii. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ
iii. নৈতিক প্ররোচনা
iv. প্রচারণা পদ্ধতি প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে জমার হার পরিবর্তন নীতির কথা বলা হয়েছে।

জমার হার পরিবর্তন নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ তাদের সংগৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে, যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলা হয়। এ বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশলই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ঋণ প্রদানের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এরূপ সংকট মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের কৌশল অবলম্বন করে। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমানোর জন্য SLR ও CRR বাড়িয়ে দেয়। নগদে যে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখা হয় তা হলো CRR। বাকি অর্থ সিকিউরিটি কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হয়। এ উভয় হারকে একত্রে SLR বলে। এ CRR এবং SLR পরিবর্তন করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা জমার হার পরিবর্তন নীতিরই নামান্তর। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমার হার পরিবর্তনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করেছে।

ঘ বাজারে অর্থের সরবরাহ কাম্য স্তরে রাখার জন্য প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা সংখ্যাগত পদ্ধতি অধিক কার্যকর।

ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখাকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এ দুটি পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণে উভয় পদ্ধতি কার্যকর হলেও সংখ্যাগত বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতির কার্যকারিতাই বেশি।

দেশের সামগ্রিক ঋণ সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয়। প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কৌশলগুলো হলো : ব্যাংক হার নীতি, খোলাবাজার নীতি ও জমার হার পরিবর্তন নীতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ গ্রহণের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একে ব্যাংক হার নীতি বলে। খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে আকর্ষণীয় শর্তে বিল, বন্ড, ঋণপত্র প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, জমার হার পরিবর্তন নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে-কমিয়ে অর্থবাজারে ঋণের কাম্যস্তর বজায় রাখে। এ তিনটি পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভাবিত হয়। কিন্তু পরোক্ষ পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণে সব বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভাবিত হয় না। তাই বাজারে অর্থের সরবরাহ কাম্যস্তরে রাখতে প্রকৃতপক্ষে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ পদ্ধতিগুলোই বেশি কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৩৩ সরকারের আদেশে কিছুদিন পূর্বে 'খ' ব্যাংক ৫০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। তিস্তা ও সুরমা ব্যাংকসহ অনেক ব্যাংক এসব নোট সংগ্রহ করে। তিস্তা ব্যাংককে 'খ'-এর সকল আদেশ ও নির্দেশিত শর্তাবলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু সুরমা ব্যাংক এসব শর্ত মানতে বাধ্য নয়। সম্প্রতি তিস্তা ও সুরমা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'খ' ব্যাংক তিস্তা ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে কিন্তু সুরমা ব্যাংককে তা করেনি। *[ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ভোক্তা ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'খ' ব্যাংক সরকারের পক্ষে কোন ধরনের কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত তিস্তা ব্যাংককে 'খ' ব্যাংকের সহায়তা করা কি সঠিক ছিল? তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে ভোক্তা ব্যাংক বলে।

সাধারণত ভোক্তাদের বাকিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা দেওয়ার জন্যই এ ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ ধরনের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত 'খ' ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ইস্যু করার কাজ করেছে।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত দেশের একক ও অনন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে বিভিন্ন নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে।

উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংকটি একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রার প্রচলনকারী হিসেবে কাজ করে। সরকারের নির্দেশে এ ব্যাংক ৫০ টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে। নোট প্রচলনের একক অধিকারী প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সরকারের পক্ষে নোট প্রচলনের কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত তিস্তা ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হওয়ায় এ ব্যাংককে 'খ' ব্যাংকের সহায়তা করা সঠিক ছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদেশ-নির্দেশ মেনে যে ব্যাংক এর তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। তালিকাভুক্ত সব ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এসব ব্যাংকের তারল্য সংকটের সময় ঋণ প্রদান করে সহায়তা করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি কর্তব্য।

উদ্দীপকে 'খ' ব্যাংক সরকারের পক্ষ হয়ে নোট ইস্যু করে। আবার তিস্তা ব্যাংক 'খ' ব্যাংকের সব আদেশ ও নির্দেশিত নিয়ম মেনে চলে। তবে সুরমা নামক ব্যাংকটি এ ধরনের নিয়মাবলি মানতে বাধ্য নয়। সম্প্রতি তিস্তা ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়লে 'খ' ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা পায়।

তিস্তা ব্যাংক যেহেতু তালিকাভুক্ত ব্যাংক, তাই 'খ' ব্যাংক তারল্য সংকটের সময় এ ব্যাংককে ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে। সুরমা ব্যাংক তালিকাভুক্ত নয় বিধায় তারল্য সংকটে 'খ' ব্যাংক থেকে কোনো ঋণ সহায়তা পায়নি।

তাই বলা যায়, তালিকাভুক্ত ব্যাংকের প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব বিচারে তিস্তা ব্যাংককে 'খ' ব্যাংকের সহায়তা করা সঠিক ছিল।

প্রশ্ন ▶৩৪ বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ করছে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের আর্থিক সামর্থ্য হ্রাস পাওয়ায় গ্রাহকদের ঋণ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমত তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেবে তাদের পূর্বের ৬% এর স্থলে ৫% সুদ দিতে হবে বললেও বাজারে অবস্থার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক ১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের

জমাকৃত আমানতের ৮% এর স্থলে ৫% অর্থ জমা রাখতে বললেন। এতে ব্যাংকগুলোর ভল্টে অলস অর্থ জমা হতে থাকায় তারা এর করণীয় নিয়ে ভাবছে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কোনটি এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমত ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। ৩

ঘ. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত কৌশল অধিক যুক্তিযুক্ত হয়েছে –তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? এর সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম নীতি পালনের শর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলোই তালিকাভুক্ত ব্যাংক।

খ দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

সরকারি মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংক হলো দেশের অর্থবাজারের নিয়ন্ত্রণকারী। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা পালন করে। দেশের অন্য ব্যাংকগুলো এ ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমত ঋণ নিয়ন্ত্রণে সংখ্যাগত পদ্ধতির অন্তর্গত ব্যাংক হার নীতি ব্যবহার করেছে।

ব্যাংক হার নীতি হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যাংক হারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল, বন্ড, ঋণপত্র এবং সিকিউরিটিজ প্রভৃতি বাট্টা করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর আর্থিক সামর্থ্য হ্রাস পাওয়ায় গ্রাহকদের ঋণদানে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমত, বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণগ্রহণের সুদের হার ৬% থেকে ৫% এ কমিয়ে দেয়, যাতে ব্যাংকগুলো অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হয় এবং তাদের আর্থিক সামর্থ্য বাড়ে। ব্যাংক হার কমিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার কৌশল গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের সংখ্যাগত পদ্ধতি হিসেবে ব্যাংক হার নীতি ব্যবহার করেছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত জমার হার পরিবর্তন নীতি অধিক যুক্তিযুক্ত কৌশল বলে আমি মনে করি।

জমার হার পরিবর্তন নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। সব তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের আমানতি অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে যাকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ বলে। বিধিবদ্ধ রিজার্ভের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করাই হলো জমার হার পরিবর্তন নীতি।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে আর্থিক অসামর্থ্য লক্ষ করে। এ অবস্থা নিরসনে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথমে ব্যাংক হার নীতির আওতায় ঋণগ্রহণের সুদের হার ৬% এর স্থলে ৫% করে। এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের পরও অবস্থার পরিবর্তন না ঘটায় এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে তাদের জমাকৃত আমানতের পরিমাণ ৮% থেকে কমিয়ে ৫% করে। ফলে ব্যাংকগুলোর ভল্টে প্রচুর অর্থ জমা হতে থাকায় বাধ্য হয়ে ব্যাংকগুলো এদের করণীয় নিয়ে ভাবছে।

উদ্দীপকে দ্বিতীয় পদক্ষেপে জমার হার নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এ নীতির আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বাধ্যতামূলক জামানতের হার ৮% থেকে ৫% হওয়ায় ব্যাংকের তারল্যের পরিমাণ বাড়বে। ফলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য ও ঋণদান ক্ষমতা বাড়বে। ফলে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ভারসাম্য ফিরে আসবে। তাই বলা যায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপ অধিক যুক্তিযুক্ত হয়েছে, উক্তিটির সত্যতার প্রমাণ মিলেছে।

প্রশ্ন ▶৩৫ দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক বন্যা হওয়ায় কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সরকার কৃষকদের ঋণ দেয়ার কথা ভাবছে। অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের গভর্নরকে ডেকে ব্যবস্থা নিতে বললেন। ব্যাংকগুলোর জন্য নির্দেশপত্র ইস্যু করা হলো। বন্যা উপদ্রুত এলাকার সকল ব্যাংকের শাখাকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তাদের প্রদত্ত ঋণের কমপক্ষে ২০% কৃষিখাতে দিতে হবে। কৃষকদের ঋণ দিতে ব্যাংকগুলো প্রথমত নিরুৎসাহিত হলেও তাদের ভাবনা, এ নির্দেশ না মেনে উপায় নেই। *[আহম্মদ উদ্দিন শাহ্ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]*

ক. নিকাশঘর কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সরকারের চিন্তা বাস্তবায়নে কোন ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, অন্য কোনো পদ্ধতিতে তা সম্ভব ছিল না।' –এ উক্তির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনার নিষ্পত্তিস্থলই হলো নিকাশঘর।

খ ঋণদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যেকোনো সময় অর্থসংকটে পড়তে পারে। এ সময় ব্যাংকগুলো যখন অন্য সব উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে। ঋণদানে এরূপ ভূমিকার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সরকারের চিন্তা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

সরকার কর্তৃক জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। এ ব্যাংক সরকারের সহায়ক ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। একাধারে সরকারের ব্যাংক, উপদেষ্টা, প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উদ্দীপকে ব্যাপক বন্যায় উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে সরকার কৃষকদের ঋণ দেয়ার কথা ভাবছে। এ লক্ষ্যে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলে। সরকারের ব্যাংক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। এরূপ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অধীনস্থ সব ব্যাংককে নির্দেশপত্র ইস্যু করে। এতে বলা হয়েছে, বন্যা উপদ্রুত এলাকার সব ব্যাংকের শাখাকে আগামী ছয় মাস তাদের প্রদত্ত ঋণের ২০% কৃষিখাতে দিতে হবে। এর ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ঋণ নিয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা ফিরে পাবে। এতে সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাই প্রধান।

ঘ উদ্দীপকে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি এবং অন্য কোনো পদ্ধতিতে এটি সম্ভব ছিল না বলে আমি মনে করি।

বিশেষ খাত চিহ্নিত করে সে খাতে ঋণের পরিমাণ কম-বেশি করাই হলো ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি। এরূপ নীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতে ঋণের হারকে নির্দিষ্ট করে দেয়।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করার জন্য ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে এ ব্যাংক বিশেষ খাত হিসেবে কৃষিখাতকে চিহ্নিত করে সব বিতরণ করা ব্যাংককে ঋণের ২০% কৃষিখাতে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করে।

উদ্দীপকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রথমে কৃষকদের ঋণ দানে নিরুৎসাহিত ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকায় সব ব্যাংক কৃষিখাতে ঋণ দেয়। ঋণের বরাদ্দকরণ নীতি ছাড়া কৃষিখাতে ঋণ প্রদানের নির্দেশ দেয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং, ঋণ

নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণের বরাদ্দকরণ নীতির ব্যবহারের যথার্থতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩৬ কীর্তনখোলা ব্যাংক জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে। কয়েক বছর পর দেখা গেল ব্যাংকটির বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ও পরিশোধিত শেয়ার মূলধন সমান হয়ে গেল।

[সোনার বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল-া]

ক. প্রত্যয়পত্র কী? ১

খ. ঋণ আদায়ে জামানতকে সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটির বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রাখার প্রয়োজনীয়তা যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনই কি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তির জন্য যথেষ্ট? তালিকাভুক্তির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় তাকে প্রত্যয়পত্র বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ে জামানতকে সর্বশেষ ব্যবস্থা বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ঋণ আদায়ে জামানত হিসেবে কাজ করে। তাই বলা যায়, ঋণ আদায়ের জন্য জামানত হলো সর্বশেষ ব্যবস্থা।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রাখার প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিক হয়েছে।

তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে, যা বিধিবদ্ধ রিজার্ভ নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে কীর্তনখোলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তালিকাভুক্তির জন্য এ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বিধিবদ্ধ রিজার্ভ জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোনো ব্যাংকের একটি ন্যূনতম পরিমাণ নির্দিষ্ট অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। প্রতিটি ব্যাংক তাদের চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ করে। তাই বলা যায়, তালিকাভুক্তিকরণের শর্ত হিসেবে উদ্দীপকের কীর্তনখোলা ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ রিজার্ভ রাখতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তালিকাভুক্তকরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকসমূহকে বোঝানো হয়। তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। শুধু পরিশোধিত মূলধন তালিকাভুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকে কীর্তনখোলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ৪০০ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে। কয়েক বছর পর দেখা যায় ব্যাংকটির বিধিবদ্ধ রিজার্ভ ও পরিশোধিত মূলধন সমান হয়ে যায়। তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোনো ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অর্থবাজারের সদস্য হতে হয়। এছাড়া, দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইনের আওতায় এ ব্যাংককে অনুমোদিত ও নিবন্ধিত হতে হয়। তালিকাভুক্ত সব ব্যাংকেরই নির্দিষ্ট পরিমাণ ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল থাকে। এছাড়াও, তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য সব ব্যাংককেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী তারল্য সংরক্ষণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম-নীতি মেনে চলাও তালিকাভুক্তির অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্তকরণ একটি অন্যতম শর্ত হলেও শুধু পরিশোধিত মূলধন ব্যাংকের তালিকাভুক্তিকরণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶৩৭ দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণের ওপর ৫% সুদের পরিবর্তে ৬% সুদ আরোপ করে। কিন্তু কিছু ব্যাংক এটা না মানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আকর্ষণীয় শর্তে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়। এতে জনগণ ব্যাংক থেকে তাদের গচ্ছিত টাকা উত্তোলন শুরু করে।

[সিলেট সরকারি কলেজ]

ক. কাকে 'Mother of Central Bank' বলা হয়? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কোন কৌশল গ্রহণ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপ যৌক্তিক।' তুমি কী এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' কে Mother of Central Bank' বলা হয়।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আন্তঃব্যাংকিং দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির স্থান হলো নিকাশঘর।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিকাশঘরের স্থান নির্দিষ্ট থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আন্তঃব্যাংকিং লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদের পাওনার প্রমাণ ও বিবরণপত্রসহ এখানে হাজির হয়। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ব্যাংকের হিসাবকে ডেবিট-ক্রেডিট করে লেনদেন নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাংক হার নীতির কৌশল গ্রহণ করেছে।

ব্যাংক হার নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাত্মক পদ্ধতি, যে নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিল ও সিকিউরিটিজ (ঋণপত্র) বাট্টা করে দেয়। ব্যাংক হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকারী। এ ব্যাংক দেশের মুদ্রাবাজারকে স্থিতিশীল রাখতে বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রয়োগ করে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে প্রদত্ত ঋণের উপর ৫% সুদের পরিবর্তে ৬% সুদ আরোপ করে। অর্থাৎ ঋণ নিয়ন্ত্রণে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণগ্রহণের সুদের হারকে বাড়িয়েছে। যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাংক হার নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তীতে গৃহীত খোলাবাজার নীতি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

খোলাবাজার নীতি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি সংখ্যাগত পদ্ধতি। এ নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজারে বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের সুদের হার ৫% থেকে ৬% এ বৃদ্ধি করে। কিন্তু, ব্যাংক তা না মানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আকর্ষণীয় শর্তে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়। এতে জনগণ ব্যাংক থেকে তাদের গচ্ছিত টাকা উত্তোলন শুরু করে।

উদ্দীপকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরবর্তী খোলাবাজার নীতি ব্যবহার করেছে। এ নীতির আলোকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ব্যাংক আকর্ষণীয় শর্তে বাজারে বন্ড ও সিকিউরিটিজ বিক্রয় করে। এ কারণে জনগণ এসব বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়ের জন্য ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন

গুর" করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। আর বিল ও সিকিউরিটিজ ক্রয়ের মাধ্যমে জনগণের গচ্ছিত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট চলে যায়। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩৮ ঋণের আধিক্য ও স্বল্পতা উভয়ই দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এ উভয় অবস্থায় দেশে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থনীতির প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। *[চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ]*

ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কী? ১

খ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন প্রয়োজন? ২

গ. অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্ড়রে না থাকলে কী সমস্যা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে? বর্ণনা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঋণের পরিমাণ কাম্যস্ড়রে বজায় রাখাই হলো ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

খ দেশের সামগ্রিক ঋণের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ঋণ হলো বাজারে অর্থ যোগানের একটি গুর"ত্বপূর্ণ উৎস। এই যোগান কম হলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে ঋণের যোগান বেশি হলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। উভয় অবস্থাই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। তাই উভয় অবস্থা এড়িয়ে বাজারে ঋণের পরিমাণ কাম্যস্ড়রে রাখতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আর এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গ অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্ড়রে না থাকলে অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে।

অর্থ বা ঋণের পরিমাণ কাম্যস্ড়রে রাখাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজ। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। তবে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে উলি-খিত ঋণের আধিক্য এবং স্বল্পতা উভয়ই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। অন্যদিকে অর্থ সরবরাহ কমে গেলে দেশে উৎপাদন ও বিনিয়োগ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিপর্যস্ড় হয়। অর্থাৎ, অর্থনীতিতে অর্থের সংকট বা আধিক্য কোনোটাই কাম্য নয়। এই লক্ষ্যে অর্থ সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্ড়রে রাখতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।

দেশের অভ্যন্ড়রে মুদ্রা সরবরাহ পরিস্থিতি কাম্যস্ড়রে বজায় রাখাই হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। সাধারণত বিভিন্ন কৌশল বা নীতি প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর মধ্যে খোলাবাজার নীতি, ব্যাংক হার নীতি, জমার হার পরিবর্তন নীতি প্রভৃতি উলে-খযোগ্য।

উদ্দীপকে উলে-খ্য ঋণের আধিক্য ও স্বল্পতা উভয়ই অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এরূপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত ব্যাংক হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে বিল ও সিকিউরিটি নির্দিষ্ট হারে বাট্টাকরণ করে বাজারে ঋণের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া বাজারে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো ও কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে বন্ড, বিল, ঋণপত্র, সিকিউরিটি প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। তাছাড়া, তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের জমার হার পরিবর্তন করেও ঋণের আধিক্য ও স্বল্পতায় ভারসাম্য রাখতে পারে। তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের উলি-খিত পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।